SPAN
an orca communication.
orca, old friends

শুক্রবার ❐ ১লা অক্টোবর ১৯৯৩ ইং ❐ ১৩ই আশ্বিন ১৪০০ বাং No. 21

সম্পাদকের কলম থেকে

ইংরেজী 'স্প্যান' শব্দটির অর্থ হল সেতু বা খিলান। অর্থাৎ অরকা মুখপত্র 'স্প্যান' অরকা সদস্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবে - এ উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি। কিন্তু স্প্যান এই সেতু বন্ধনে তার প্রয়োজনীয় ভূমিকাটি পুরোপুরি রক্ষা করতে পারছে না। তার কারণ এর অনিয়মিত প্রকাশনা যদিও এরূপ নিয়ম রয়েছে যে এর প্রকাশন হবে ত্রৈমাসিক।স্প্যানের অবস্থা অরকার ঐ মটোর মতই "Let all of us prosper together" । আমরা সবাই prosper করছি ঠিকই কিন্তু সবাই একসাথে নয়। হয়ত একসাথে করলে আমরা আরো prosperous হতে পারতাম। কারণ কেনা জানে যে, দশের লাঠি একের বোঝা। এমন যদি হত, অরকা অফিস হত অরকা সদস্যদের জন্য একটা মিডিয়া সেন্টার, থাকত বিনোদন মাধ্যম ও উপকরণসমুহ, তবে অরকা সদস্যরা হয়ত নিজস্ব তাগিদেই অরকা অফিসে আসতেন, ডেকে ডেকে আনতে হত না।

কিন্ত হা হতোস্মি ! দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে অরকার অবস্থা সেরকম রমরমা হয়ে উঠছে না। এদিক থেকে অরকা এনডোমেন্ট ফান্ড নিঃসন্দেহে একটি ব্যতক্রমী ও ফলদায়ক উদ্যোগ। অরকা সদস্যদের সহযোগিতা পেলে হয়ত আমরা সত্যি সত্যি একসাথে prosper করতে পারব।

স্প্যানের অন্যতম আকর্ষণ ব্যাচ সংবাদ সংগ্রহ করতে স্প্যান সম্পাদককে ব্যাপক হয়রানী ও কালক্ষেপনের সম্মুখীন হতে হয়। তাই ব্যাচ প্রতিনিধিদের অনুরোধ মাঝে মাঝে অরকা অফিসে দু'টাকা খরচ করে ডাকযোগে আপনার ব্যাচের সংবাদ পাঠাবেন। ক্যাডেট কলেজ প্রতিনিধির কাছেও অনুরূপ অনুরোধ রইল।

সবাইকে নিরন্তর সুভেচ্ছা।

অরকা এনডোমেন্ট ফান্ড

অরকাকে স্থায়ী ও সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য অরকা এনডোমেন্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অরকা সদস্যদের কাছ থেকে ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অরকা এনডোমেন্ট ফান্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে স্প্যান বিশেষ সংখ্যায় জানানো হয়েছে। তার পরেও অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জানানো যাচ্ছে যে, যে পরিমান টাকা ব্যাচ হিসেবে প্রত্যেক অরকা সদস্যের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা এক কিস্তিতেই দিতে হবে এমন নয়। একাধিক কিস্তিতেও দেয়া যাবে। আপনি যদি মনে করেন আপনার জন্য নির্ধারিত টাকার পরিমাণ বেশী তবে তার চেয়ে কম আপনি যে পরিমাণ দিতে সমর্থ হবেন, তাই পাঠাবেন।

আমাদের সবার সহজ ও আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এনডোমেন্ট ফান্ড গঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে যাদের অনুদান জমা হয়েছে তারা হলেন-

১। মোঃ দেওয়াননেকার আহমেদ (১৪/৮১১) = ২,৫৫০ টাকা
২। ডঃ শাহ আলম (১/১৬) = ২,০০০ টাকা
৩। মেজর মনোয়ার আজম শাহরিয়ার (১১/৫৮৯) = ২০০০০ টাকা
৪। ডঃ আহসানুল কবীর (২/৩৬) = ৫,০০০ টাকা
৫। আব্দুল মুইদ (২/৪২) = ২০,০০০ টাকা
৬। মেজর সাইফুল আলম সরকার (৮/৩৯৩) = ২,৫০০ টাকা

জাহিদুস সালাম দীপক (৬/২৮০) ৬ ষ্ঠ ব্যাচের সবাই মিলে যা দেবেন উনি তা একাই দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই তার টাকা পেতে আমাদের কিছুটা দেরী হবে।

১২ শ ব্যাচ আগামী (ডিসেম্বরের) মধ্যেই তাদের জন্য নির্ধারিত ৭০,০০০ টাকা অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে দেবেন মাননীয় অরকা সদস্যবৃন্দ আপনারাও আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে আপনার জন্য নির্ধারিত অংশটি এক কিস্তি অথবা একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করে ফেলুন, যাতে এনডোমেন্ট ফান্ডটি তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে পারে। কাজটা সহজ হয় যদি আপনারা ব্যাচ অনুযায়ী উদ্যোগ নেন।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত অরকা সদস্যদের অরকা এনডোমেন্ট ফান্ড বিষয়ক ও অন্যান্য খবর নিয়ে মেজর মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামানের (১২/৬৪৪) প্রতিবেদন ঃ

অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে দান

আমাদের জন্য সুখবর এই যে, আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক অরকা সদস্য (সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত) ইতমধ্যেই বিদেশ হতে কর্তব্য শেষে (জাতিসংঘ মিশন/মধ্যপ্রাচ্যে ডেপুটিশনে) ফিরে এসেছেন। তারা আর্থিকভাবে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায়। এদের অনেকেই তাদের জন্য ধার্যকৃত চাঁদার চেয়ে অনেক বেশী দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অক্টোবর '৯৩, এর মধ্যে অতিদ্রুত টাকা প্রদানের বিশেষ অনুরোধ রইল। যারা ফিরে এসেছেন তারা হলেন ঃ

ক। উইং কমান্ডার আলাউদ্দিন চৌধুরী(১/২১) বর্তমানে এয়ার হেডকোয়ার্টারে কর্মরত, ইরাক ফেরত।
খ। লেঃ কর্নেল আব্দুল হাফিজ (৬/৩০৪) কুয়েত ফেরত, পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ঢাকাতে বদলী হয়েছেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে।
গ। মেজর সৈয়দ আনোয়ারুল সাবির (৭/৩৬৭) বসনিয়া ফেরত, বর্তমানে জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেটে বদলী হয়েছেন।
ঘ। মেজর আমিনুল হাসান (৮/৪১৪) পশ্চিম সাহারা ফেরত, বর্তমানে যশোর সেনানিবাসে।
ঙ। মেজর ফিরোজ আহমেদ (৮/৪১৮) ক্যামবোডিয়া ফেরত, বর্তমানে সাভারে।
চ। মেজর মির্জা মঞ্জুর কাদের (৮/৪০৮)ইউনিমগ (ইরান-ইরাক) ফেরত, বর্তমানে ষ্টাফ কলেজে প্রশিক্ষণরত।
ছ। উইং কমান্ডার শহিদুল হক (৯/৪৫৮) ইরাক প্রত্যাগত, বর্তমানে যশোরে কর্মরত।
জ। ক্যাপ্টেন আফতাবুল ইসলাম (১৪/৭৮৮) চীন ফেরত, বর্তমানে জাহানাবাদ খুলনায় কর্মরত।
ঝ। ক্যাপ্টেন শফিকুর রেজা (১৪/৭৯৩) ক্যামবোডিয়া ফেরত।
ঞ। ক্যাপ্টেন এ,এন, এম, তোহা (১৪/৮০০) সোমালিয়া ফেরত, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত।
ট। ক্যাপ্টেন এহসানুল বারী (১৪/৮০৪) ক্যামবোডিয়া ফেরত।
ঠ। ক্যাপ্টেন আব্দুল জলিল ১৪/৮০৭) ক্যামবোডিয়া ফেরত, বর্তমানে যশোর কর্মরত।

ড। ক্যাপ্টেন রবিউল আলম (১৪/৭৯৫)ক্যামবোডিয়া ফেরত, বর্তমানে মীরপুরে কর্মরত।
ঢ। ক্যাপ্টেন বায়েজিদ সরোয়ার (১৪/৭৯২) ক্যামবোডিয়া ফেরত, বর্তমানে বিএমএ তে কর্মরত।
ণ। ক্যাপ্টেন মামুনুর রশিদ (১৪/৭৯৪) ক্যামবোডিয়া ফেরত।
ত। ক্যাপ্টেন ইফতেখার উদ্দিন মাহমুদ (১৪/৭৮১) ক্যামবোডিয়া ফেরত।
থ। ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৫/৮৩৮) ক্যামবোডিয়া ফেরত।

বর্তমানে বিদেশে কর্মরত এবং অরকা ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ প্রদান করবেন বলে আশা করা যায়। এদের কেউ কেউ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এরা হলেন ঃ

ক। লেঃ কর্নেল হারুন উর রশিদ চৌধুরী (৩/১৩১) বর্তমানে কুয়েতে।
খ। মেজর এনায়েত করিম (৬/২৭৬), মোজাম্বিক।
গ। মেজর পারভেজ কবির (৬/২৯২) ক্যামবোডিয়া হতে লাইবেরিয়া গেছেন।
ঘ। লেঃ কর্নেল ফেরদৌস হাসান (৪/২০০), সোমালিয়া।
ঙ। মেজর রফিকুল হান্নান (৪/১৬২), ক্যামবোডিয়া।
চ। মেজর শফিকুল ইসলাম (৬/২৯৮), বসনিয়া।
ছ। মেজর এবি এম তায়েফুল ইসলাম (৭/৩৩২), বসনিয়া।
জ। মেজর নজরুল হাসান (৭/৩৫১), মোজামবিক।
ঝ। মেজর সাদিকুল হাসান (৭/৩৩৭), উগান্ডা।
ঞ। মেজর সাইফুল আলম সরকার (৮/৩৯৪), মোজামবিক (ইতিমধ্যে ২৫০০/=) টাকার চেক দিয়েছেন, আরও দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)।
ট। মেজর হোসাইন ফারুক (৭/৩৫৮), মোজামবিক।
ঠ। মেজরএস,এম,হাসান ইকবাল (৮/৩৯৯)
ড। মেজর মির্জা মঞ্জুর কাদির ৮/৪০৫), কুয়েত।
ঢ। মেজর নাসিমুল গনি ১২/৬৪৫), সোমালিয়া।
ণ। ক্যাপ্টেন এ,এস,এম, মাসুদ (১৩/৭৪১), কুয়েত।
ত। ক্যাপ্টেন আজিজুল হাকিম (১৪/৭৬৩), কুয়েত।
থ। ক্যাপ্টেন এ, এফ, এম, জাহাংগীর আলম (১৫/৮৪৫), মোজামবিক।

বিদেশে প্রশিক্ষণরত

ক। লেঃ কর্নেল আলী হাসান (১/২৬৭) বর্তমানে প্রশিক্ষণে ভারতে।
খ। লেঃ কর্নেল মনীষ দেওয়ান (২/৭৪) চীনে প্রশিক্ষণ রত।
গ। লেঃ কর্নেল আমিনুল ইসলাম(৪/২০৪) সৌদি আরবে প্রশিক্ষণে যাচ্ছেন।
ঘ। লেঃ কর্নেল জহিরুল আলম (৬/২৭৪) গত বছরের শেষের দিকে তিনটি দেশে প্রশিক্ষণ ভ্রমণে যান।
ঙ। মেজর জুল ফিকার আলী হায়দার (৯/৪৮৬) চীনে প্রশিক্ষণে আছেন।
চ। মেজর গোলাম আমবিয়া (১১/৫৮৪)) চীনে প্রশিক্ষণে আছেন।
ছ। মেজর শহিদুল ইসলাম (১৪/৭৮২) গত বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ভারত ছিলেন।
জ। ক্যাপ্টেন ইকবাল আজীম (১৭/৯৫২) প্রশিক্ষণে বর্তমানে চীনে।
ঝ। মেজর শাহ ফারুক হাসান (১১/৬১৯) গত বছর প্রশিক্ষণে যুক্তরাষ্টে ছিলেন।
ঞ। লেঃ কর্নেল হুমায়ুন কবীর (৬/৩০২) গত বছর থাইল্যান্ড ঘুরে এসেছেন।

স্টাফ কলেজে প্রশিক্ষণরত

ক। মেজর মাহবুবুল হাসান (৬/৩০৯)
খ। মেজর মোহাম্মদ আক্তার (৭/৩৭৩)
গ। মেজর মঞ্জুর কাদির (৮/৪০৮)
ঘ। মেজর জি,এম,কামরুল ইসলাম (১০/৫৫২)
ঙ। মেজর আক্তার হোসেন (১২/৬৬১)

অরকা স্কলারশীপ '৯৩-'৯৪

১৯৯৩-৯৪ সেশনে অরকা চারজন অরকা সদস্যকে স্কলারশীপ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কিছুদিন পূর্বে অরকা অফিসে অরকা স্কলারশীপ কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ আহসানুল কবীরের সভাপতিত্বে এক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অরকা স্কলারশীপ ফান্ড থেকে দু'জন ও ORCA Zanvir Educational Endowment Fund থেকে দু'জন মোট চারজনকে স্কলারশীপ দেয়া হবে। স্কলারশীপ গ্রহণ কারীরা হলেন যথাক্রমে ঃ

১। গোলজার হোসেন (১৭/৯৮৫) ৫০০/= টাকা (আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত)।
২। মাহমুদ আল হাসান (২১/১১৩১) ৫০০/=টাকা
৩। মীর দেলোয়ার রহমান(২০/১০৭৭) ৮০০/= টাকা
৪। সাধন কুমার রায় (২০/১০৭৯) ৭০০/= টাকা

ঠিকানা পরিবর্তন ?

গত ১লা জুলাই '৯৩ -এ ঢাকা ভার্সিটির আই বি এ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনীতে অরকা সদস্যদের হতাশাব্যঞ্জক উপস্থিতির অন্যতম একটি কারণ হল কমুনিকেশন গ্যাপ। অরকা সদস্যদের কাছে পাঠানো চিঠিগুলো অনিবার্য কারণে বিয়ারিং হয়ে যাবার কারণে তা অরকা সদস্যদের কাছে দেরীতে পৌছায়।

অরকা সদস্যদের প্রতিনিয়ত ঠিকানা পরিবর্তিত হচ্ছে। যদিও ঠিকানা পরিবর্তিত হলে অরকা সদস্যদেরই দায়িত্ব তা অরকাকে জানানো, তবুও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নতুন ঠিকানা অরকাকেই সংগ্রহ করতে হয়। এরপরেও বিভিন্ন সার্কুলেশন অরকা সদস্যদের পাঠানো হলে কিছু চিঠি প্রতিবারই ফেরত আসে। অর্থাৎ ফেরত চিঠিগুলোর ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গত ঈদ পুনর্মিলনীর চিঠি বিয়ারিং হবার কারণে এই চিঠি ফেরত আসার সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেশী পরিলক্ষিত হয়। যাদের চিঠি ফেরত এসেছে তাদের অরকা নম্বর নীচে দেয়া হল। এদের মধ্যে সত্যিকারভাবেই কিছু ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন পরিবর্তিত ঠিকানা অরকাকে জানান।

১/১৮, ১/২১, ২/৫৩, ২/৩৮, ৩/১৩৫, ৩/৬৭৯, ৩/৮৫, ৩/১৩৯, ৩/১০৩, ৪/১৮৭, ৪/১৭৩, ৫/২৩৭, ৫/২১৪, ৫/২২৬, ৭/৩৭০, ৭/৩৫৪, ৯/৪৮৫, ৯/৪৬১, ৯/৪৪৩, ৯/৪৪৫, ৯/৪৫১, ১০/৫৪৮, ১০/৫৫৬, ১০/৫২০, ১০/৫৫৪, ১১/৬১৬, ১১/৬১৭, ১১/৬১৪, ১১/৫৮২, ১২/৬৫৮, ১৩/৭৩২, ১৩/৭৪৮, ১৩/৭৩০, ১৬/৮৯১, ১৭/৯৫০, ১৮/৯৮৬, ১৪/৯৯৭, ১৯/১০৫৪, ১৯/ ১০৫১, ২০/১০৯৭, ২১/১১৪১, ২৩/১২৭৩, ২৩/১২২৮।

ব্যাপক রক্তদান কর্মসূচী

Let all of us prosper together-এই মটো নিয়ে অরকা সৃষ্টি হলেও এর পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড হিসেবে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী ছিল অরকার অন্যতম কার্যক্রম। সারাদেশে স্বেচ্ছারক্তদান কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করার জন্য অরকা ছিল পাইওনিয়ারের ভূমিকায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি অরকা তার পূর্বের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারছে না। সমাজকল্যাণমূলক অন্য কোন কাজও করা হয়ে উঠছে না। ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে প্রত্যেক অরকা সদস্য জনগণ ও দেশের কাছে প্রকৃত অর্থেই ঋণী। এই ঋণশোধের প্রচেষ্টায় অরকা ঘুরে ফিরে এক রক্তদান কর্মসূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর পরেও এই সীমাবদ্ধতাই কিছুটা হলেও অরকাকে ঋণশোধের সুযোগ করে দিচ্ছে। এই সীমাবদ্ধতাটুকুকেই পূর্ণতায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ব্যাপক রক্তদান কর্মসূচীর।

কর্মসূচীর বাস্তবায়ন

এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে জুনিয়র অরকা সদস্যদের যারা এখনো ছাত্র আছেন। তাদের কর্মতৎপরতা ও উৎসাহে অতি সহজেই মাসে ২/১ টা স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী আয়োজন করা সম্ভব হবে। তাই ছাত্র সদস্যদের স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে । ব্যাচ অনুযায়ী কাংখিত অরকা সদস্যদের সংখ্যা হল ঃ

ব্যাচ	সংখ্যা
১৭ শ ব্যাচ	২জন
১৮ শ ব্যাচ	৩ জন
১৯ শ ব্যাচ	৪ জন
২০ শ ব্যাচ	৫জন
২১ শ ব্যাচ	৮ জন
২২ শ ব্যাচ	১ জন
২৩ শ ব্যাচ	৪ জন
২৪ শ ব্যাচ	৫ জন

যারা রক্তদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন তাদের অরকা অফিসে এসে অথবা ডাক মারফত নিজের নাম ও ঠিকানা এই স্প্যান প্রকাশিত হবার ১৫

দিনের মধ্যে অরকাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উৎসাহীদের নাম ঠিকানা পেলে কয়েকটি কমিটি তৈরী করা হবে। কমিটি সমূহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে গিয়ে রক্তদান কর্মসূচী অর্গানাইজ করবে। অবশ্যই কমিটি সমূহের সার্বক্ষণিক সাথী হিসেবে অরকা থাকবে। মনে রাখবেন আপনাকে রক্ত দিতে হবেনা। রক্ত সংগ্রহ করতে হবে এবং যেহেতু বেশ কয়েকটি কমিটি গঠিত হবে তাই আপনাকে এক বারের বেশী এই কর্মসূচী আয়োজনের দায়িত্ব থাকতে হবেনা। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র একবার। তাই নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন।

আপনি কি পুরস্কৃত হতে চান ?

ব্যাপক স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী কিংবা অন্য যে কোন অরকা প্রোগ্রামে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে তাদের জন্য অরকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। এই পুরস্কার হতে পারে অর্ডার অব অরকা বা অন্য যে কোন পুরস্কার।

কাজের লোক চাই

অরকার কাজের লোকের আকাল দেখা দিয়েছে। একের পর এক ভাল সংগঠকরা যেমন অনিবার্য, বিশেষত ব্যক্তিগত কারণে বিদায় নিয়েছেন, তেমনি কাজের জন্য উৎসাহী মাঠকর্মীদের স্বল্পতা নিগূঢ় অর্থে শূন্যতা দেখা দিয়েছে। এখন এমন কিছু অরকা সদস্যদের দরকার যারা কোন অরকা অফিসে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে বলবেন, অরকা পর কেউ নয়, অরকা আমার সংগঠন। আমি অরকার জন্য কাজ করতে চাই। আমাকে কাজ দেয়া হোক।

একথা ঠিক অরকার কাজ করে তাৎক্ষনিকভাবে ভৌত বা আপাত কোন লাভ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এর লাভের অস্তিত্ব সুদূরপ্রসারী। যেকোন সংগঠন করলেই জনসংযোগ বাড়ে। ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়ে, সংগঠনের মাধ্যমে জনহিতকর কাজ করে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়,সর্বোপরি ভবিষ্যৎ জীবনের সিঁড়িসমূহ পার হবার সময় প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যায়। সদস্যবৃন্দ , লাভের তালিকাটি কি যথেষ্ট ধনাঢ্য নয়? লাভালাভের কথা এজন্য বলা হল যে, লাভ ও স্বার্থ ছাড়া মানুষ এক পাও বাড়াতে চায়না, বস্তুগত অর্থে তা উচিৎ ও নয়।

সদস্যবৃন্দ একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনার সারাদিনের এক বিরাট অংশ শুয়ে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন। অলস সময় গুলোকে হত্যা করে কর্মময় হয়ে উঠুন। মাঝে মাঝে অরকাকে কিছু সময় দিন। অরকা আপনাকে পুরস্কৃত করবে। ছাত্র সদস্যদের কাজের লোক হবার সুয়োগ বেশী। কারণ তাদের বৌ-বাচ্চা চাকুরীর ঝামেলা নেই। দেরী না করে চলে আসুন অরকা অফিসে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অরকা অফিস খোলা থাকে। সদ্যজাত ২৩ তম ও ২৪ তম ব্যাচের সদস্যদের মধ্য থেকে কাজের লোক বেশী প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন - স্প্যানের নতুন সংযোজন

বিজ্ঞাপন যেকোন পত্রিকার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত, হোকনা তা স্প্যানের মত অনিয়মিত সামান্য বুলেটিন। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনদাতা ও অরকা সদস্য উভয়েই উপকৃত হতে পারেন। যেমন পড়াইতে চাই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একজন ছাত্র-সদস্য জানাতে পারবেন তার প্রয়োজনীয়তার কথা, অন্যদিকে অনেক অরকা সদস্যই হয়ত তার ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাইভেট টিউটর খুঁজছেন । হয়ত দু'পক্ষই তার প্রয়োজন মেটাচ্ছেন যেকোন উপায়ে। কিন্তু এমনতো হতে পারে অরকা সদস্যরা নিজেদের মাঝেই পরস্পরের প্রয়োজন মেটাতে পারেন, যেখানে অরকার মটো "Let all of us prosper together" এমনিভাবে পাত্র-পাত্রী চাই, চাকুরী চাই, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, হারানো ও প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি, পড়াইতে চাই, প্রাইভেট টিউটর চাই, প্রেম করতে চাই ইত্যাদি বিজ্ঞাপনসমূহ স্প্যানে প্রকাশিত হবে। মাগনা জিনিস ওজনদার হয়না তাই বিজ্ঞাপনের নামমাত্র মূল্য ধরা হয়েছে ৫০ টাকা। আর এ অর্থ স্প্যান প্রকাশনায় ব্যয়িত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , পরবর্তী স্প্যান থেকে উপরে উল্লেখিত বিষয়াবলী সংশ্লিষ্ট কোন খবর ব্যাচ সংবাদে দেয়া যাবেনা। খবর জানাতে হলে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আসতে হবে।

ক্যাম্পাস সংবাদ

অরকা সদস্য ও বর্তমান ক্যাডেটদের নাড়ী পোঁতা রয়েছে যে কলেজের মাটিতে , কেমন চলছে সেই রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ? আন্ত ঃ হাউস প্রতিযোগিতাগুলোয় কোন হাউস কেমন ফলাফল করছে তা জানতে কার না ইচ্ছে করে। জেনে নেয়া যাক কিছু টুকিটাকি। কলেজ থেকে খবরগুলো পাঠিয়েছে কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৫/১৩৩৭)।

☛ ক্যাডেটদের বাধ্যতামূলকভাবে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

☛ মেটাল ওয়ার্ক বিভাগের প্রশিক্ষক মোয়াজ্জেম স্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদীর্ঘ ২৭ বছর কলেজ শিক্ষকতা করার পর ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে বদলী হয়ে গেছেন।

☛ কলেজ ডিবেট টীম খুলনায় একটি কলেজ ও ঢাকা কলেজকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে হেরে গিয়েছে। উল্লেখ্য মেডিকেল কলেজ টীমেরএকজন বিতার্কিক ছিলেন অরকা সদস্য শামসুল কবীর (১৯/১০৬৩)। স্কুল বিতর্কে RCC ডিবেট টীম ২য় রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে।

☛ কলেজে আগমনকারী সর্বশেষ ব্যাচ হল ৩০ তম ব্যাচ। বিস্ময়ভরা চোখে ক্যাডেট কলেজের দিনগুলো পার করে দিচ্ছে তারা।

☛ কলেজ ফুটবল দল ২৭ শে সেপ্টেম্বর ICCSM এ অংশ নেবার জন্য রংপুর কলেজে গিয়েছিল।

☛ আন্ত ঃ হাউস প্রতিযোগিতার আউটডোর গেমসের ফলাফল লক্ষ্য করলে এক ধরনের ছন্দ ও থাল খুঁজে পাওয়া যাবে ।

ফুটবল ঃ চ্যাম্পিয়ন কাসিম হাউস, রানার আপ খালিদ হাউস, তৃতীয় তারিক হাউস

ভলিবল ঃ চ্যাম্পিয়ন কাসিম হাউস, রানার আপ খালিদ হাউস, তৃতীয় তারিক হাউস

হকি ঃ চ্যাম্পিয়ন কাসিম হাউস, রানার আপ খালিদ হাউস, তৃতীয় তারিক হাউস

ক্রিকেট ঃ চ্যাম্পিয়ন কাসিম হাউস, রানার আপ খালিদ হাউস, তৃতীয় তারিক হাউস

☛ ইনডোর গেমসে খালিদ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার আপ হয়েছে তারিক হাউস এবং তৃতীয় হয়েছে কাসিম হাউস। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হয়েছে বড়দের বিভাগে খালিদ হাউসের মোমেন (২৫/১৩৪৯) এবং ছোটদের বিভাগে খালিদ হাউসেরই মাহমুদ (২৮/১৪৮৩)।

☛বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুগ্নভাবে তারিক ও খালিদ হাউস।

☛ অবসট্যাকল কোর্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারিক হাউস, রানার আপ হয়েছে কাসিম হাউস এবং তৃতীয় হয়েছে খালিদ হাউস।

☛ ক্রস কান্ট্রিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খালিদ হাউস রানার আপ ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে তারিক ও কাসিম হাউস।

☛ এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সমূহে খালিদ হাউস এগিয়ে রয়েছে। খালিদ হাউসের পরে কাসিম ও তারিক হাউস একই অবস্থানে রয়েছে।

ব্যাচ সংবাদ

১ম ব্যাচ

☛ ফারুক আমীন (১/৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন।

☛উইং কমান্ডার গোলাম তৌহিদ (১/৬) ঢাকায় ডিজিএফআইএতে কর্মরত আছেন।

☛এম, তানিম হাসান (১/১৮) অরকার অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তার ব্যবসায়িক সাফল্য , অরকারই সাফল্য। অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে বড়সড় অনুদান আশা করা হচ্ছে।

২য় ব্যাচ

☛ সাদিরুল ইসলাম (২/৪৭) যুক্তরাষ্ট্র থেকে সপরিবারে দেশে ফিরেছেন।

☛ ডঃ হাবিব সিদ্দিকী (২/৪৮) ১০ বছর পর দেশে ফিরেছিলেন। যুক্তরাষ্টে পুনর্বার ফিরে গিয়েছেন তিনি। তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে যতদিন দেশে স্বৈরাচার সরকার ছিল ততদিন দেশে ফেরেননি।

☛ আনিসুর রহমান (২/৪০) ও এম সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩) একযোগে শ্রীমঙ্গল চা বাগানে সার্ভে করে বেড়াচ্ছেন। উল্লেখ্য তালেবুল মওলা চৌধুরীর (২/৫৮) 'অতন্দ্র ও নিশ্চিত' -এর অফিসে স্থাপিত ও ২ য় ব্যাচের সদস্যদের কয়েকজনের সমন্বয়ে নবগঠিত সংস্থা 'সপ্ত এসোসিয়েটস'এর কার্যক্রমের একটি অংশ হিসেবে উপরোক্ত দু'জনের এই শ্রীমঙ্গল অবস্থান।

☛ মনোয়ার হোসেন (২/৬২) পান্ডা গার্ডেনের চাকুরী ছেড়ে সবার অগোচরে মার্কিন মুলুকে উড়াল দিয়েছেন।

☛ সাঈদ ইস্কান্দার (২/৬৩) সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছেন। তার ব্যবসায়িক সাফল্যে অরকাও লাভবান হবে বলেই সকলের বিশ্বাস।

☛ অরকার অন্যতম প্রাণশক্তি তালেবুল মওলা চৌধুরীকে (২/৫৮) ইদানিং অরকায় কম দেখা যাচ্ছে। তার অনুপস্থিতি সবাইকে সামান্য হতাশ করেছে।

৩ য় ব্যাচ

☛ লেঃ কর্নেল খায়রুল আলম (৩/৭৮) বর্তমানে কুমিল্লায় কর্মরত।

☛ মির্জা হোসেন হায়দারের (৩/৯৯) আইন ব্যবসার এখন রমরমা অবস্থা। অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে বড়সড় ডোনেশন আশা করা হচ্ছে।

☛ মেজর এ. এম. মাহতাবুর রহমান (৩/১২৯) বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত। টেলিভিশনের 'অনির্বান' অনুষ্ঠানে তাকে প্রায়ই দেখা যায়।

৪ র্থ ব্যাচ

☛ ডঃ রেজাউল হক (৪./১৬৫) বর্তমানে **RDRS** এনজিওতে কর্মরত আছেন। চাকুরী সন্ধানীরা যোগাযোগ করতে পারেন।

☛ মেজর আব্দুল বারী (৪/১৮২) বর্তমানে ঢাকা সিএমএইচ এ কর্মরত আছেন।

৫ ম ব্যাচ

☛ মেজর এস, এম, মামুনুর রহমান (৫/২০৭) বর্তমানে ঢাকা সিএমএইচ এ কর্মরত।

☛ মেজর মোঃ কে, সাখাওয়াত হোসেন (৫/২৪৪)ও লেঃ কর্নেল ফারুক আহমেদ (৫/২৪৬) বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত।

৬ষ্ঠ ব্যাচ

☛ স্কোয়াড্রন লিডার এমএম আসাদুজ্জামান (৬/২৭০) অরকার একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ইদানিং অবশ্য যোগাযোগে শিথিলতা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে যশোরে কর্মরত।

☛ লেঃ কর্নেল হুমায়ুন কবীর (৬/৩০২) **SSF** এ কর্মরত। অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে বড় রকম অনুদান দেবেন বলে অরকার বিশ্বাস।

৭ ম ব্যাচ

☛ তৌহিদুল ইসলাম (৭/৩৪০) বর্তমানে যুক্তরাজ্যে ব্যবসা প্রশাসনের ওপরে পি এইচ ডি করছেন।

☛ মেজর ফজলে কাদের (৭/৩৫৬) বর্তমানে দিনাজপুরে বি ডি আর এ কর্মরত।

৮ ম ব্যাচ

☛ মেজর হাবিব রইসউদ্দীন আহমেদ (৮/৪২৮) বর্তমানে বি ডি আর এ কর্মরত।

৯ ম ব্যাচ

☛ জসীম উদ্দিন আহমেদ (৯/৪৬১) অরকার একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

☛ মেজর ফজলে মুনীর (৯/৪৬২) বর্তমানে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত।

১০ ম ব্যাচ

☛ মতিউর রহমান (১০/৫২২) যুক্তরাষ্টের লুজিয়ানা ষ্টেট য়্যুনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষার্থে অবস্থান করছেন। গত জুলাইতে তিনি দেশে এসেছিলেন এবং রচনা নাম্নী জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটির ছাত্রীকে করে পুনর্বার ফিরে গিয়েছেন। নিন্দুকেরা বলছে শুধুমাত্র বিয়ে করার জন্য পড়ালেখা ফেলে তিনি এতদূরে ছুটে এসেছিলেন।

☛ সোহেল মুসা (১০/৫৫৯) এফ সি পি এস ডিগ্রী সমাপ্ত করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেজিষ্টার পদে কর্মরত আছেন।

☛ শামীম ইকবাল খুব সম্প্রতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পাত্রী সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কোন তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

☛ মেজর জি এম কামরুল (১০/৫৫২ বর্তমানে মিরপুর স্টাফ কলেজে পি এস সি কোর্স করছেন।

☛ লেঃ কমান্ডার আখতার হাবিব (১০/৫৬১) ভারতের মাদ্রাজ নেভাল ষ্টাফ কলেজে কোর্স করার জন্য দেশত্যাগ করেছেন।

☛ ডাঃ সামসুল ইসলাম (১০/৫৬৪)এম.আর.সি.পি.এস. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি মার্কিন মুলুকে অবস্থান করছেন।

☛ জাপানে অধ্যয়নরত হাবিবুর রহমান এর (১০/৫৬৮) পি এইচ ডি এখন শেষ পর্যায়ে।

☛সাইফুল ইসলাম খোকনের (১০/৫৭৬) দ্বিতীয় ক্যাসেট 'হৃদয়ের কথা' শিরোনামে বের হয়েছে। স্থপতি এখন পুরোদস্তুর গায়ক।

☛ শামসুল মুকতাদির কিশোর (১০/৫৫৬) হন্যে হয়ে বিয়ের পাত্রী খুজছেন। বিয়ে দায়গ্রস্থ কিশোরের জন্য কেউ এগিয়ে আসবেন কি ?

১১ শ ব্যাচ

☛ মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন (১১/৫৯৭) জাপানে পি এইচ ডি করতে যাচ্ছেন।

☛ মেজর সুফি মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান (১১/৬০৯) বর্তমানে কাপ্তাই এ কর্মরত। অরকা সদস্যরা কাপ্তাই এ বেড়াতে গেলে তার সাহায্য নিতে পারেন।

১২ শ ব্যাচ

অরকা এনডোমেন্ট ফান্ডে অর্থ প্রদানের নিমিত্তে ১২ ব্যাচ সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাপারে সকল সদস্যদের সাথে.যোগাযোগ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্যাচের সদস্যরা একত্রে মিলিত হয়েছে অরকা কার্যক্রমে কিভাবে অধিক হারে অবদান রাখা যায় তা উদ্ভাবন করার জন্য। নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে ফান্ডের জন্য অনেকেই টাকা দেবেন বলে ধরে নেয়া যায়। এজন্য পৃথক একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে যাতে করে সদস্যরা ব্যাংক ড্রাফট/চেকের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারেন। ডিসেম্বর মাসে সমস্ত টাকা একত্রে অরকা ফান্ডে জমা করা হবে। পুরো টাকা উঠাতে সম্ভবতঃ আরো কিছু সময় লাগবে। কিস্তি হিসেবে সব প্রথম টাকা জমা করেছে এএসপি আওরংজেব মাহবুব (১২/৭৫১) (বর্তমানে ঢাকাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরত - আপনারা পুলিশী সাহায্য চাইতে পারেন বিনা খরচে) এ ব্যাপারে স্থপতি আব্দুস সোবহান (১২/৬৬২) অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

☛ মেজর মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান (১২/৬৪৪) বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত, অরকার লোকাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

☛ মেজর নাসিমুল গনি (১২/৬৪৫) অরকার উদ্যোগী সদস্য বর্তমানে সোমালিয়ায় কর্মরত তাকে আইদিদের সমর্থকদের থেকে পৃথক চেনা দুঃসাধ্য হবে।

☛ লেঃ রেজাউল হক নভী (১২/৬৪৬) বিয়ের হাওয়া লেগে স্বাস্থ্য একটু ভাল হয়েছে, বিয়ের পর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে কিনা অনেকেই চিন্তা করছে। ইতিমধ্যে বাগদান সম্পন্ন হয়েছে।

☛ সাজ্জাদ হোসেন মুকুল (১২/৬৪৭) ঠিকাদারী ব্যবসা করছে, প্রায়ই লাপাত্তা থাকে। মুকুল তুই ফুটলিনে।

☛ ডাঃ আজহারুল করিম রুমি (১২/৬৫০) বেলজিয়ামে পড়াশুনা করছে। ২ বছর আগে রেখে যাওয়া ভাবী এমবিএ তে ভর্তি হয়ে নিজকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে।

☛ স্কোয়াড্রোন লিডার সাইফুল ইসলাম (১২/৬৫১) বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত, চাকুরী ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

☛ সেলিম রেজা (১২/৬৫২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষক। ভাবী ও সেলিম দুজনই সন্তানের ব্যাপারে খুব হিসেবী।

☛ স্কোয়াড্রোন লিডার হুমায়ন কবীর (১২/৬৫৪) বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত, সম্প্রতি কিস্তিতে গাড়ী কিনে ডানে বায়ে ঘুরাঘুরি করছে-দুর্ভাগ্য বিবাহিত।

☛ জাভেদ ইকবাল (১২/৬৫৫) আমেরিকায় সস্ত্রীক ভালই আছে, পিএইচডি করছে।

☛ মেজর মাহমুদ হাসান (১২/৬৫৬) বর্তমানে এমবিএ করছে । সারাজীবন দার্শনিকভাব ছিল, মাত্রা আরও বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশে। অন্যের স্ত্রীকে নাকি বলে 'ও' তোমাকে বিয়ে না করলে আমি করতাম।

☛ মাহাবুবুল আলম (১২/৬৫৭) রাশিয়ান বউ, বাচ্চাসহ মস্কোর মুক্ত বাজারে ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে।

☛ মনিরুজ্জামান (১২/৬৫৮) প্রচুর মেয়ে দেখে কিন্ত বিয়ে করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি আজও।

☛ প্রকৌশলী আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী সুজন (১২/৬৫৯) কিছুদিন আগে এক প্রিয়দর্শিনীকে বিয়ে করে পাবনায় পিডিবিতে কর্মরত। ভাবী কিন্ত সুজনের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা-সাবাস!

☛ মেজর আকতার হোসেন (১২/৬৬১) বর্তমানে মীরপুরে স্টাফ কলেজে প্রশিক্ষণরত, সম্প্রতি ছেলের বাবা হয়েছে।

☛ স্থপতি আব্দুস সোবহান (১২/৬৬২) - স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকুরী করেও সন্তানের খোরপোষ কিভাবে করবে সে ভাবনায় বেচারা দিন দিন কালো হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিখোঁজ থাকে।

☛ প্রকৌশলী সাইফুর রহমান সবুজ (১২/৬৬৩)
শুনা যায় নানাবিধ ঝামেলায় নাকি সবুজ বিবর্ন হয়ে যাচ্ছে।

☛ ডাঃ গোলাম আওয়াল (১২/৬৬৪)
বিয়ের পর গোলমাল সব ঠিক হয়ে গেছে।

☛ ডাঃ এ,টি,এস,এ, সিদ্দিকী (১২/৬৬৫)
শ্বশুরের ক্লিনিকে স্বামী স্ত্রী বিনা পারিশ্রমিকে কর্মরত।

☛ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর আলম (১২/৬৬৬) বর্তমানে কক্সবাজারে বিডিআর এ কর্মরত। সম্প্রতি ছেলের বাবা হয়েছে। ছেলের জন্মকাল বাংলা ১৩৯৯ ও ১৪০০ সালের সন্ধিক্ষণে। মনে হয় স্বামী স্ত্রী উভয় এর উপরে রবি ঠাকুরের আছর পড়েছে।

☛ মেজর মাসুদুর রহমান (১২/৬৬৭) বর্তমানে সাভারে কর্মরত। দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায়। দোহাই তৃতীয়ের ব্যবস্থা করো না।

☛ প্রকৌশলী আতাউর রহমান এন্ড ওরফেমোজাফফর (১২/৬৭১) প্রথম সন্তান সমাগত। দ্বিতীয়ের জন্য আর বেশী অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না।

☛ প্রকৌশলী ডঃ সাইফুর রহমান (১২/৬৭২)বুয়েট এর সহকারী অধ্যাপক। ব্যাচের প্রথম পিএইচডি। ব্যাচের তরফ থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছে। চুল তার আরও খাড়া হয়েছে । এতে ভাবীর দারুন রাগ।

☛ মেজর আমিনুল ইসলাম (১২/৬৭৩) বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত। অন্যজন লিফট নেবে বলে ভয়ে গাড়ী বের করেনা।

☛ মেজর গোলাম কিবরিয়া (১২/৬৭৪) বর্তমানে পার্বত্য চট্রগ্রামে, ভাবী বগুড়ায়। মাঝে বিরহের পারাবার।

☛ ক্যাপ্টেন নিয়ামুল গনি চৌধুরী (১২/৬৭৫) বর্তমানে সাভারে, ভাবীর হা-হুতাশে সব চুল পড়ে গেছে। এবার কাছাকাছি থেকে নুতন চুল গজায় কিনা।

☛ প্রকৌশলী মোস্তফা আতাউস সামাদ (১২/৬৭৭) বিয়ে তোর কপালে নেই।

☛ আহমেদুল হাবিব (১২/৬৭৮) গুরু অবশেষে বিয়ে করেছে। ভাবী ওর চেয়ে মাত্র ১৬ বছরের ছোট।

☛ ব্যাংকার দবিউর রহমান (১২/৬৮০) ১৪শ বিসিএস (শিক্ষা) এ নির্বাচিত হয়ে ব্যাংক না শিক্ষকতা এ দ্বন্দ্বে ভুগছে। দুই পুত্র সন্তানের গর্বিত জনক। একটি কন্যার অপেক্ষায় ঘর জামাই হিসেবে সময় খারাপ যাচ্ছে না।

☛ মেজর ফিরোজ হাসান (১২/৬৮৩)বর্তমানে কুমিল্লায় । গোয়েন্দাগিরিতে হাত পাকাচ্ছেন।

☛ ডাঃ এ,বি,এম, মোরতুজা আলম (১২/৬৮৬) অবশেষে মেডিক্যাল কলেজ তাকে ছেড়েছে। শুনা যায় যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে।

☛ ডাঃ আশরাফ হোসেন (১২/৬৯৫) ঢাকা থেকে প্রশিক্ষণ শেষে 'পোষ্ট মাষ্টারের' মত আবার সেই নিভৃতে তালা থানায়।

☛ মেজর মঞ্জুর ফারুক চৌধুরী (১২/৬৯৬) উদীয়মান সিল্ক ব্যবসায়ী। অরকা ভাবীদের স্বল্প/বিনা মূল্যে শাড়ীর কোন সমস্যা হবেনা। মঞ্জু তুমি এগিয়ে যাও।

☛ এএসপি আওরঙ্গজেব মাহবুব (১২/৭৫১) হবু সন্তানের সুখানুভূতিতে প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। ওর কাছে ব্যাচের অন্যরা টাকা ধার চায়।

১৩ শ ব্যাচ

☛ আব্দুল মোকাদ্দেম (১৩/৭১১)স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশনে কর্মরত । পেশাগত কারনে ঢাকার বাইরে থাকতে হচ্ছে, সেজন্য তিনি অরকার জুনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি অবশ্য চট্রগ্রামে অরকাকে সংগঠিত করছেন।

☛ শামসুল আজিজ সেতার (১৩/৬৯৮) সম্প্রতি METU, তুরস্ক থেকে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এ এম এস করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

☛ নব্য বিবাতির তালিকা ঃ মোহিসাইন (১৩/৭০৩), আল-মামুন খোকন (১৩/৭০১), শহীদুজ্জামান রতন (১৩/৭১৩), নইম মুহাম্মদ (১৩/৭২৩),শরীফুজ্জামান রিপন (১৩/৭৩০), মনোয়ার হোসেন টিপু (১৩/৭৪৩), মাহমুদ হাসান খান (১৩/৭৪৭),কামাল আহমেদ প্রিন্স (১৩/৭৪৮)।

☛ক্যাপ্টেন জাহেরুল হাসান রূপমের (১৩/৭৩৪) একদিকে আর্মি অন্যদিকে বুয়েট।এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে সচেষ্ট এবং সদাপ্রস্তুত (তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার বিয়ে করা চাই)।

☛ জাহিদুর রহমান সজি (১৩/৭০২) কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ইরতেজাউর রহমান দীপুর (১৩/৭৪৯) রুমমেট হয়েছেন।

☛ আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৩/৭১৭) জাপানের পাঠ চুকিয়ে দেশে ফিরেছিলেন এবং পুনর্বার দেশ ছেড়েছেন। এবার গিয়েছেন আমেরিকায়।

১৪ শ ব্যাচ

☛ মামদুদুর রশীদ (১৪/৭৫৫) অরকার সহকারী মহাসচিব।গত ২৪ শে আগষ্ট ফুলব্রাইট স্কলারশীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। সেখানে বোষ্টনের ব্রানডেজ ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স এ তিনি মাষ্টার্স ও পি এইচ ডি করবেন। যাবার আগে বিবাহকর্মটিও সেরেছেন। তার অনুপস্থিতিতে অরকা বিরাট সাংগঠনিক ক্ষতির সম্মুখীন।

☛ ক্যাপটেন আফতাবুল ইসলাম (১৪/৭৮৮) চীনের প্রশিক্ষন শেষে দেশে ফিরেছেন। অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে ফিরে সম্ভবত তার কুমারত্বও ঘুচে গিয়েছে।

১৫ শ ব্যাচ

☛ কে, এম, ইফতেখার উদ দীন (১৫/৮১৭) যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসেছিলেন, সম্প্রতি।

☛ অরকার প্রাক্তন সহকারী মহাসচিব রফিকুল হক এখন (১৫/৮২৭) পুরোপুরি সুস্থ। তবে শারীরীকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন।

☛ কেএম হালিমুর রেজা পাকিস্তান থেকে ফার্মেসীতে মাষ্টার্স করে বর্তমানে তিনি দেশের এক ফার্মাসিউটিক্যালসে কর্মরত আছে।

☛ মোহাম্মদ আরিফ (১৫/৮৪০) মেডিকেলের পড়াশুনা শেষ করে চাকুরী নিয়ে বর্তমানে জাম্বিয়ায় আছেন।

☛ নাস্তিক ইয়াসিন আলি (১৫/৮৪৪) দর্শনে মাষ্টার্স করে বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে দর্শনের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

☛ নূর মাহবুবুল হক (১৫/৮৫০) ঢাকা সায়েন্সল্যাবরেটরীতে প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

☛ খোন্দকার মাহবুবুর রহমান (১৫/৮৫২) আই এফ আই সি ব্যাংকে যোগ দিয়েছেন।

☛ মাইনুল ইসলাম (১৫/৮৬০) ২ য় ব্যাচের ফার্ম সপ্ত এসোসিয়েটসে কর্মরত আছেন।

☛ কাজী মেহবুবুর রহমার তপু (১৫/৮৬৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

☛ ক্যাপ্টেন মেসবাহুল ইসলাম (১৫/৮৩০) পুনর্বিবাহ করেছেন। বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহে কর্মরত আছেন।

☛ মেসবাহুল হক (১৫/৮৬২) বাংলাদেশ নেভী থেকে জার্মানীতে গিয়েছেন।

১৬ শ ব্যাচ

সম্প্রতি হোয়াংহো চাইনীজ রেষ্টুরেন্টে ১৬ শ ব্যাচের গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য সংগঠকদের সামান্য ত্রুটির কারনে গেট টুগেদার পুরোপুরি

সফল হয়নি।

☛ এমতাজুল হক (১৬/৮৬৭) বুয়েটের পড়াশুনা শেষ করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছে।

☛ ক্যাপ্টেন মনিরুল ইসলাম (১৬/৮৮৪)জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগ দিয়ে কুয়েতে গিয়েছেন।

☛ সোহরাব জামিল সিদ্দিকী পিন্টু (১৬/৮৯৯) স্প্যানে প্রকাশিত ভিত্তিহীন সংবাদের কারনে স্প্যান সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকবেন ঠিক করেছেন। একজন আইন উপদেষ্টার সাথেও কথা বলেছেন। অবশ্য উপদেষ্টা জানিয়েছেন প্রকাশিত সংবাদ তেমন মানহানিকর নয়। তাই মামলার সাফল্য নিয়ে তিনি সন্দিহান।

☛ নাসিম হায়দার মিনকোর (১৬/৮৯৩) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে ১২ ই আগষ্ট। বৌভাত অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ই আগষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে মিনকো দেশ ছেড়েছেন ২৬ শে আগষ্ট।

☛ ক্যাপ্টেন আসমাউল হোসেন (১৬/৮৬৯) বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে পাত্রী খুঁজছেন। তবে মাথায় চুলের আকালের কারনে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না।

☛ আনোয়ার কামাল অপু (১৬/৯১১) এয়ার ফোর্সের চাকুরী ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

☛ ক্যাপ্টেন ফিরোজ আজম সিদ্দিক (১৬/৯০৫) বিএম এর প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে যোগদান করেছেন। সাফল্যের জন্য ব্যাচম্যাট ও অরকার পক্ষে অভিনন্দন।

☛ হাসিনুর রসুল পুলক (১৬/৮৯৬) নভেম্বরে বিয়ে করবেন । পুলকের দলে ভিড়তে পারেন মনোয়ার হোসেন (১৬/৮৮০)।

☛ ইমতিয়াজ আহমেদ (১৬/৮৮৩) বিয়ে করেছেন।

☛ আশরাফুল ইসলাম (১৬/৮৯১) জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

১৭ শ ব্যাচ

☛ আবীর (১৭/৯২০) ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১ ম বর্ষের ছাত্রীর সঙ্গে গাঢ় প্রেমে মত্ত।

☛ আবিদ (১৭/৯২১) জিয়ার (১৫/৮১৫) অনুসরণে বুয়েট ফাইনাল পরীক্ষার পরে তিন চিল্লায় বের হবে।

☛ আদনান (১৭/৯২৭) সম্প্রতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

☛ সুমন (১৭/৯৩৭) এক বছরেই দুই সন্তানের পিতা হয়েছেন। সুমনের দাবী অবশ্য তার যমজ সন্তান হয়েছে। স্ত্রী পুত্র রেখে সুমন এখন অস্ট্রেলিয়ায়।

☛ মামুন (১৭/৯৪৭) বোনের জন্য হন্যে হয়ে পাত্র খুঁজছেন। হৃদয়বান কোন অরকা সদস্য বোন দায়গ্রস্ত মামুনকে রক্ষা করবেন কি?

☛ দস্তগীর (১৭/৯৬০) ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

১৮ শ ব্যাচ

গত ১৪ ই জুন '৯৩ ছিল ১৮ তম ব্যাচের কলেজ পদার্পনের এক যুগ পূর্তি দিবস। এ দিন ১৮ শ ব্যাচের অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে বুয়েটে অনুষ্ঠিত পূর্তি দিবসটি সাফল্য মন্ডিত হয়ে ওঠে। বগুড়া থেকে ইফতেখার বিন আজিজ লিটু (১৮/৯৯৮), মেহেরপুর থেকে মাহবুবুর রহমান (১৮/১০১৮) ওরফে বাবু ওরফে সাবু ভাই সহ ১৫ জনের এই গেটটুগেদার এ কলেজের ঝলমলে দিনগুলো স্মৃতির রঙের পোচে আরো রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। পূর্তি দিবস সমাপ্ত হয় চাইনীচ রেস্তোরাঁর ভুরিভোজনের পর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গত ১লা জুলাই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আবুল কালাম আজাদ (১৮/১০১০) এর চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৮ শ ব্যাচের পক্ষ থেকে অরকা সদস্যদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

নিম্নলিখিত সদস্যবর্গের সহয়তা আজাদের চিকিৎসার সহায়ক হয়েছে এবং ১৮ শ ব্যাচের পক্ষ থেকে এদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে ঃ

জাহিদুস সালাম দীপক (৬/২৮০) ১০০০ টাকা
১২ শ ব্যাচ ১০০০ টাকা
১৭ শ ব্যাচ ৩৫৫ টাকা
আব্দুল মোকাদ্দেম (১৩/৭১১) ৫০০ টাকা
ক্যাপ্টেন বায়েজীদ সারওয়ার (১৪/৭৯২) ২৫০০ টাকা
মোহসীন আহমেদ (১৪/৭৭৬) ২০০ টাকা
মিজানুর রহমান শাহ চৌধুরী (২০/১০৮৭) ৫০০ টাকা
রাসেল (২৩/১২৭৩) ৫০০ টাকা
২১ শ ব্যাচ ১০০ টাকা

এছাড়া আজাদের জন্য 'আই বল' ইংল্যান্ড থেকে আমার ব্যাপারে পরবর্তীতে চোখের অপারেশনের খরচের ব্যাপারে সার্বিক সহায়তা করেছেন তালেবুল মওলা চৌধুরী (২/৫৮) যার কাছে ১৮ শ ব্যাচ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আজাদের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য ১৮ শ ব্যাচ অরকা প্রেসিডেন্ট আব্দুল মুইদের (২/৪২) কাছেও বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

১৯ শ ব্যাচ

কোন খবর পাওয়া যায় নি।

২০ শ ব্যাচ

☛ ফিরোজ (২০/১১১১) সম্প্রতি জার্মান নেভীর খরচে পুরো জুলই মাস যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটিয়ে এসেছেন। ডিসেম্বরে ট্রেনিং শেষে তিনি জার্মানী থেকে দেশে ফিরবেন।

☛ আহসান হাবিব (২০/১১০৩) বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের ক্যাডেট পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফ্লাইং ক্লাবে যোগদানের উদ্দেশ্যে এ বছরের গোড়ার দিকে দেশত্যাগ করেছেন।

☛ জাহিদ (২০/১১০৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ এল, এল, বি (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

☛ কিটোকে (২০/১০৯৩) ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের নির্জন স্থানসমূহে দেখা যাচ্ছে। তবে একা নয়।

☛ জাকির (২০/১০৮০) কিছু দিনের মধ্যেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন। সবাই দাওয়াতের অপেক্ষায়।

☛ গত বছর জিপিওতে অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী ও বিশেষ সাধারন সভায় অনেক অরকা সদস্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। তাদের মধ্যে যে কয়েকজন অরকা সদস্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে তাহাজ্জল (২০/১১১৭) অন্যতম। তার প্রতিশ্রুতি মত প্রতি মাসে তিনি অরকা স্কলারশীপ ফান্ডে ১০০ টাকা দান করে চলেছেন। তার এই অনুদান ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। একজন ছাত্র সদস্য হয়েও অরকাকে এভাবে সাহায্য করা সবার জন্য উদাহরণ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

২১ শ ব্যাচ

☛ ইমরোজ (২১/১১২৯) সম্প্রতি কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপাল লেঃ কর্নেল কায়সার আহমেদের পদধূলি ও আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এসেছে। এ সংবাদ পাবার পর থেকে ব্যাচমেটরা তাকে খুঁজছেন।

☛ চীনে অধ্যয়নরত রেজা (২১/১১৩৫) সম্প্রতি হংকং বেড়িয়ে এসেছেন। বিদেশের মাটিতে তার দিন কাল ভালই কাটছে।

☛ এইচ এস সির পরে উধাও হয়ে যাওয়া সাঈদীর (২১/১১৩৮) ট্রেস পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি। তুরস্কে অধ্যয়নরত হলেও তিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডে রয়েছেন।

☛ কোর্স করতে গিয়ে সেকেন্ড লে. মোস্তাফিজের (২১/১১৪০) পা ভেঙ্গে গিয়েছে। বর্তমানে তিনি ঢাকা সি এম এইচে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনটা তার জন্য শাপে বর হয়েছে। দুর্ঘটনার কারনেই তিনি প্রিয়জনের সহানুভূতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন।

☛ ইশতিয়াককে (২১/১১৪১) ইদানীং ভবিষ্যৎ জীবনযাপন ও কর্মপন্থা নিয়ে খুব চিন্তিত দেখা যাচ্ছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারনা, তার ঘাড়ে কারো দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

☛ বাবামার একমাত্র সন্তান ফরহীজ (২১/১১৪৭)একজন বোন পেয়েছেন সম্প্রতি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ভাই বোনের বয়সের ব্যবধান একুশ বছর। ফরহীজ বর্তমানে রাশিয়ায় অধ্যয়নরত আছেন।

☛ যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত শাহাব (২১/১১৫৭) ঢাকায় অবস্থানরত ২১ তম ব্যাচের বন্ধুদের জন্য কিছু ডলার পাঠিয়েছিলেন। চাংপাই রেস্তোরাঁর সেই গেট টুগেদারে প্রায় ২০ জন ২১তম ব্যাচের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

☛ ২৮ তম বি. এম. এ. লং কোর্স সমাপ্ত করেছেন ইসলাম (২১/১১৩৪), শহীদুল (২১/১১৩৬), রকিব (২১/১১৪৪) ও শামস (২১/১১২৭)। ইসলাম ও শামস সাভার ক্যান্ট, এবং রকিব ঘাটাইল ক্যান্ট এ আছেন।

☛ ২১ তম ব্যাচে রোমাসভিত্তিক কিছু গ্রুপ আছে। কায়সার (২১/১১৭২) সর্বহারা গ্রুপ ছেড়ে ফারুক (২১/১১৬২) গ্রুপে যোগ দিয়েছেন।

২২ শ ব্যাচ

কোন খবর পাওয়া যায়নি।

২৩ শ ব্যাচ

কোন খবর পাওয়া যায়নি।

২৪ শ ব্যাচের আগমন

গত ২৬ শে জুলাই
আরেকটি ব্যাচ বেরিয়ে এল রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে। অরকা সদস্যদের তালিকায় যুক্ত হল আরো কিছু তরতাজা তরুণের নাম। যার ফলে অরকা সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রায় সোয়া তেরশ। অরকা কার্যক্রমে ২৪ তম ব্যাচ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ২৪ তম ব্যাচের সদস্যদের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অরকা অফিসে এসে অরকার খবরাখবর নেবার জন্য ও অরকাতে সংশ্লিষ্ট হবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
এম. আব্দুল মুইদ (২/৪২)
প্রেসিডেন্ট, অরকা
মোফাজ্জল হোসেন (১০/৫৬৭)
মহাসচিব, অরকা

সম্পাদক
ফাহমিদুল হক (২১/১১৬৯)

প্রতিবেদক
শামসুর রহমান (১৮/১০১৪)

ক্যাডেট কলেজ প্রতিনিধি
আব্দুল্লাহ আল-মামুন (২৫/১৩৩৭)
কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট

মুদ্রণে
মিলা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
৩৬ শেখ সাহেব বাজার, লালবাগ
ঢাকা।

চিত্রে অরকা

পিকনিক '৯৩ তে যাবার পূর্বমুহূর্তে ক্রিকেট প্র্যাকটিস

পিকনিক '৯৩ তে খাবারের লাইন

পিকনিক '৯৩ তে হাঁড়িভাঙ্গা প্রতিযোগিতা

কলেজ - ডে '৯৩ তে ২৩ তম ব্যাচের নবীন সদস্যরা

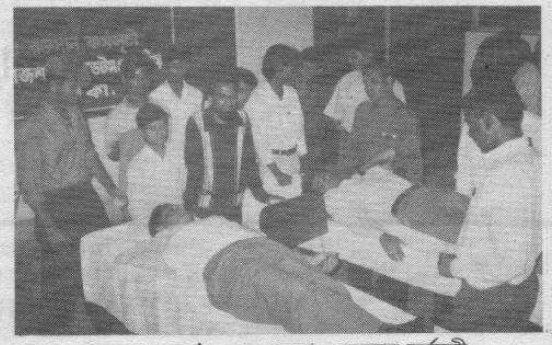

কলেজ - ডে '৯৩ তে স্বেচ্ছা - রক্তদান কর্মসূচী

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ষ্ঠ ব্যাচের গেট টুগেদার

আতিথেয়তা ও আভিজাত্যে

অনন্য

হোটেল আনাম

(আবাসিক)

ঢাকা মহানগরীর ব্যস্ততম এলাকা গুলিস্তানের পাশেই
হোটেল আনাম ঘরোয়া পরিবেশের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

যোগাযোগ
হোটেল আনাম (আবাসিক)
২ নং নবাবপুর রোড
ঢাকা।
দূরালাপনী ঃ ২৫৪২০৪

BOOK POST

FROM

ORCA

OLD RAJSHAHI CADETS ASSOCIATION
250, NEW ELEPHANT ROAD
DHAKA-1205
BANGLADESH
PHONE : 509694

TO